সুদ ও এর কুফল

বইঃ কবীরা গুনাহ
ইমাম আয যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ

প্রচারঃ সরল পথ ১৪৩২ হিজরি
www.sorolpath.com

সূচীপত্র

১৩. সুদ

আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে একটি আদর্শ অনুসরণ ও অনেক বিধি-বিধান পালনের আদেশ দিয়েছেন। এতে রয়েছে আল-মা'রূফ বা ভাল কাজের প্রতি দিক-নির্দেশনা, আর আল-মুনকার তথা অসৎ কাজ বা বস্তুর প্রতি নিষেধাজ্ঞা। যে সমস্ত জঘন্যতম বিষয়াবলীর ব্যাপারে আল্লাহ কুরআনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন এগুলোর অন্যতম একটি হলো সুদ। নিম্নে কুরআন থেকে সুদের নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত কতিপয় আয়াত উপস্থাপন করা হল।

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ ط فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ . وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ . وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ . يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ - سورة البقرة : ٢٧٥

অর্থাৎ-"যারা সুদ গ্রহণ করে তারা কবর থেকে (কিয়ামতের দিন) সে ব্যক্তির ন্যায় উঠবে যাতে শয়তান স্পর্শ দ্বারা মতিচ্ছন্ন করে দেয়। (যে জ্ঞান বুদ্ধি বিলুপ্ত পাগল) এজন্যে যে তারা বলে ব্যবসা তো সুদের ন্যায়ই; অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে

হালাল করেছেন এবং সুদতে হারাম করেছেন। অতএব যার কাছে তার পালনকর্তার উপদেশ আসে আর সে এ উপদেশ অনুযায়ী (সুদ থেকে) বিরত থাকে, তাহলে যা অতীত হয়েছে তার বিষয়টি আল্লাহর যিম্মায়। আর তার ব্যাপার সম্পূর্ণ আল্লাহর ইখতিয়ার। আর যারা পুনরায় সুদ গ্রহণ করবে তারাই হবে জাহান্নামী এবং তারা চিরদিন এতে অবস্থান করবে। আল্লাহ অকৃতজ্ঞ পাপীষ্ঠদেরকে কখনো পছন্দ করেন না।"

সুদ প্রথার ভয়াবহ পরিণাম

সুদ প্রথা বিলোপের জন্য রাসূল (স.) অক্লান্ত চেষ্টা-সাধনা করেছেন। কারণ, আইয়্যামে জাহিলিয়াতে আরবে সুদী কাজ-কারবার ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। সুদখোরদের যুলুম-নির্যাতনে দরিদ্র জনসাধারণের প্রাণ উষ্ঠাগত ছিল। সুদখোর তার সুদ আদায় না হলে আঘাত করে হলেও সুদখোর তার পাওনা আদায় করত। ইয়াতীমদের বিলাপ, কান্না, বিধবার অসহায় অবস্থা বা শোকাহত আত্মীয়-স্বজনের প্রতিশ্রুতি এর কোন কিছুই সুদখোরের পাষাণ হৃদয়ে এতটুকু রেখাপাত করত না। এজন্য তারা সে মৃত ব্যক্তির ভিটা-মাটি দখল করবে। ইয়াতীম, গরীব, অনাথ ও বিপদগ্রস্তদেরকে তাদের ভিটা থেকে বেদখল করত। তাদের মনে অন্তত আজকের এ চরম দুঃখের দিনেও কোন দয়ার উদ্রেক হত না। শেষ পর্যন্ত সুদখোরের সংকল্পই রাস্তবায়িত হত। পিতৃহারা সন্তান, স্বামীহারা স্ত্রী, অসহায় নিরুপায় হয়ে ঘর-বাড়ি হারা হত, কত করুণ ও মর্মন্তুত এ দৃশ্য। কোন মানুষের পক্ষে কি এ অবস্থা বরদাশত করা সম্ভব? সুদখোরদের এ অত্যাচার এবং সুদখোরদের এ বিভৎস চেহারা অহরহ দেখা যায়। শুধু সে বর্বরতার যুগেই নয়; বরং আধুনিক সভ্যতার এ পরম গৌরবময় যুগেও এমন অমানুষিক ঘটনার অভাব নেই। মূলত বিশ্ব সভ্যতায় পবিত্র কুরআনের কি অবদান তার মূল্যায়ন করতে হলে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকে এ বিষয়টির প্রতি বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। কেননা, পবিত্র কুরআনে তা'লীম রাসূল (স.)-এর তাবলীগ অভিশপ্ত সুদ প্রথার মূলোৎপাটন করেছিল। মানুষ এ অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছিল।

সুদখোর কবর থেকে মতিচ্ছন্ন হয়ে উঠবে

কিয়ামতের দিন অন্যান্য মানুষ ও সুদখোরদের মাঝে একটা ব্যবধান বিদ্যমান থাকবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন ঃ

لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ -

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এটাই যে, সুদখোরেরা হাশরের মাঠে উন্মাদ অবস্থায় উত্থিত হবে-কুরআনে সোজাসুজি এ কথা বলেনি বরং পাগলামী ও অজ্ঞতার বিশেষ প্রকার উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ, শয়তান আছর করে দিশেহারা করে

দিলে যেভাবে উঠে, সুদখোর সেভাবেই উঠবে। এতে সম্ভবত ইংগিত রয়েছে যে, অজ্ঞান ও পাগল ব্যক্তি যেমন মাঝে মাঝে চুপচাপ পড়ে থাকে তাদের অবস্থা তেমনি হবে না; তারা শয়তান কর্তৃক মাতাল করা লোকদের মত প্রলাপোক্তি ও অন্যান্য পাগল সুলভ কাণ্ড-কীর্তি দ্বারা পরিচিত হবে। সম্ভবত এদিকেও ইংগিত থাকতে পারে যে, কোন কোন লোক রোগবশতঃ অজ্ঞান বা পাগল হওয়ার পর তার চেতনাশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পায়। এরূপ ব্যক্তিই কষ্ট বা শাস্তি অনুভব করতে পারে না। এমনই হবে সুদখোরদের অবস্থা। সুদখোরদেরকে মাতাল অবস্থায় উঠানোর সম্ভবত এ বিষয়ে অভিব্যক্তি রয়েছে যে, সুদখোর টাকা-পয়সার লালসায় এমন বিভোর হয়ে পড়ে যে, কোন দরিদ্রের প্রতি তার মনে সামান্যতম দয়ারও উদ্রেক হয় না এবং লজ্জা-শরম তাকে বাধা দিতে পারে না। সে প্রকৃতপক্ষে জীবদ্দশাতেও অজ্ঞানই ছিল। তাই হাশরে তাকে এ অবস্থায় উঠানো হবে।

সুদকে মিটানোর তাৎপর্য

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ - وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ۔

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এটাই যে, আয়াতে সুদকে বিলুপ্ত আর দান-খয়রাতকে বর্ধিত করার উদ্দেশ্য কি? কোন কোন তাফসীরকারকগণ বলেন, এ বিলুপ্ত ও বাড়ানো পরকালের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সুদখোরের ধন-সম্পদ পরকালে তার কোন উপকারে আসবে না; বরং তা তার বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। পক্ষান্তরে দান-খয়রাতকারীদের দান-খয়রাত ধন-সম্পদকারীদের ধন- সম্পদ তাদের জন্যে চিরস্থায়ী নিয়ামত ও শান্তি লাভের উপায় হবে, এ ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। সাধারণ মুফাসসিরগণ বলেন, সুদকে মেটানো আর দান-খয়রাতকে বাড়ানো পরকালে তো হবেই, কিন্তু এর কিছু কিছু দৃষ্টান্ত পৃথিবীতেও প্রত্যক্ষ করা যায়।

এ আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ পাক কখনও কোন কাফির গুনাহগারকে পছন্দ করেন না। এতে ইংগিত দেয়া হয়েছে যে, যারা সুদকে হারাম মনে করে না, তারা কুফরীতে লিপ্ত এবং যারা হারাম মনে করা সত্ত্বেও কার্যত সুদ খায়, তারাই গুনাহগার ও পাপচারী।

সুদের নিষিদ্ধতা অবতীর্ণের পর পূর্ববর্তী সুদ মওকুফ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۔

সুদ সংক্রান্ত এ আয়াতের সারমর্ম হল, সুদের নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হবার পর সুদের যেসব বকেয়া অর্থ কারো প্রাপ্য ছিল, সেগুলোর লেন-দেনও হারাম। সুদের অবৈধতা নাযিল হবার পূর্বে আরব গোত্রে সুদী মু'আমালা খুব বেশি প্রচলিত ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে সুদের নিষেধাজ্ঞা নাযিল হলে সকল মুসলমান সম্পূর্ণভাবে সুদী কাজ-কারবার পরিত্যাগ করেন।

কিন্তু বনী সাকীফ ও বনী মাখযূমের মধ্যে সুদের কারবার বহাল ছিল। বনী মাখযূম মুসলমান হবার পর সুদের বকেয়া পরিশোধ করাকে অবৈধ মনে করতে থাকে। অন্য দিকে বনী সাকীফ তাদের প্রাপ্য সুদ দাবী করতে থাকে। কারণ, তারা তো মুসলমান ছিল না। কিন্তু তারা মুসলমানদের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। এটা ফতহে মক্কার পরের ঘটনা। নবী করীম (স.)-এর পক্ষ থেকে তখন মক্কার শাসক ছিলেন হযরত মু'আয (রা.)। অবশ্য অন্য রেওয়ায়েতে হযরত উসাইয়ের (রা.)-এর কথাও বলা হয়েছে। হযরত মু'আয (রা.) এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তের জন্যে রাসূল (স.)-এর কাছে পত্র প্রেরণ করেন। এরই প্রেক্ষাপটে কুরআনে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়।

আয়াতটির সারমর্ম এটাই যে, ইসলাম কবুল করার পর সুদের পূর্ববর্তী সকল কাজ-কারবার স্থগিত করে দিতে হবে। পূর্বেকার সুদ গ্রহণ না করে শুধুমাত্র মূলধন উসূল করতে হবে। এ আইন কার্যকর হলে মুসলমানগণ তো তা মানতে বাধ্য ছিলই, যেসব অমুসলিম গোত্র মুসলমানদের সাথে শান্তি চুক্তিকে আবদ্ধ হয়ে ইসলামী আইন কবুল করে নিয়েছিল, তারাও এ আইন মেনে নিতে বাধ্য হন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যখন রাসূল (স.) বিদায় হজ্বের ভাষণে এ আইন ঘোষণা করলেন, তখন এ কথাও প্রকাশ করলেন যে, এ আইন ব্যক্তি বিশেষ, সম্প্রদায় বিশেষ বা মুসলমানদের আর্থিক স্বার্থের প্রতি নযর করে নয়; বরং সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণের প্রতি নযর রেখেই প্রবর্তন করা হয়েছে। তাই আমি সর্বাগ্রে অমুসলমানদের কাছ থেকে মুসলমানদের প্রাপ্য বকেয়া সুদের বিরাট অংশ মওকুফ করে দিলাম। এখন তাদেরও নিজ নিজ বকেয়া সুদের অংক ছেড়ে দিতে আপত্তি থাকা উচিত নয়।

সুদের নিষিদ্ধতা অমান্যকারীদের প্রতি আল্লাহর হুমকী

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ .

এটা সুদ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের পঞ্চম আয়াত। এখানে সুদ সংক্রান্ত নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণকারীদের কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যদি সুদ পরিহার না কর তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.)-এর পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। কুফর ব্যতীত আর কোন বড় পাপের কারণে কুরআনে এ ধরনের ভয়ানক শাস্তির কথা আর উচ্চারিত হয়নি। আয়াতটির শেষাংশ

উল্লেখ করা হয়েছে–"যদি তোমরা তওবা করে ভবিষ্যতের জন্যে বকেয়া সুদ ছেড়ে দাও তাতে তোমরা আসল মূলধন ফেরত পেয়ে যাবে। মূলধন বেশি আদায় করে তোমরা কারো উপর যুলুম করতে পার না এবং কেউ মূলধন হ্রাস করে বা পরিশোধে বিলম্ব করে তোমাদের উপরও যুলুম করতে পারে না"।

চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ উসূল করার ব্যাপারে নিষিদ্ধতা

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا . وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ـ

"বস্তুতঃ ইয়াহুদীদের জন্যে আমি হারাম করে দিয়েছি বহু পবিত্র বস্তু যা তাদের জন্যে হালাল ছিল তাদের পাপের কারণে এবং আল্লাহর পথে অধিক পরিমাণে বাধা দেয়ার দরুণ। আর এ কারণে যে তারা সুদ গ্রহণ করত। অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে, তারা অপরের সম্পদ ভোগ করত অন্যায়ভাবে। বস্তুতঃ আমি কাফিরদের জন্যে তৈরি করে রেখেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব।" (সূরা আন-নিসা ঃ ১৬০-১৬১)

সুদে মাল বৃদ্ধি পায় না

"মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এ আশায় তোমরা যা কিছু দাও, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যারা দিয়ে থাকে, অতএব, তারাই দ্বিগুণ লাভ করে।"

এ আয়াতে একটি কুপ্রথার সংস্কার করা হয়েছে। যা সাধারণ পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে প্রচলিত আছে। তা এটাই যে, আত্মীয়-স্বজনরা সাধারণত একে অপরকে যা দেয় তাতে এদিকে দৃষ্টি রাখা হতো যে, সেও আমাদের সময়ে কিছু দেবে; বরং প্রথাগতভাবে কিছু বেশি দেবে। বিয়ে-শাদী আর যাবতীয় অনুষ্ঠানসমূহে এদিকে লক্ষ্য করেই উপহার-উপঢৌকন দেয়া হয়।

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আত্মীয-স্বজনদের পাওনা আদায় করার বেলায় অনুগ্রহ প্রকাশ করবে না এবং কোন প্রতিদানের প্রতি দৃষ্টি দেবে না। যে ব্যক্তি এ নিয়তে দেয় যে, তার ধন আত্মীয়-স্বজনদের ধনের সাথে মিশে কিছু বেশি নিয়ে ফিরে আসবে, মহান আল্লাহ্‌র কাছে এ ধরনের দানের কোন মর্যাদা ও সওয়াব নেই। পবিত্র কুরআনে এটাই (বেশি)কে (اَلرِّبٰوا) ('রেবা') শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে ইশারা করেছে যে, এটা সুদের মতই ব্যাপার।

সুদ খাওয়া কবীরা গুনাহ

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেছেন ঃ তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বস্তু থেকে দূরে থাক। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) জিজ্ঞেস করলেন,

ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! সে সাতটি বস্তু কি? উত্তরে তিনি বলেন ঃ (১) আল্লাহর সাথে অংশীদার করা, (২) যাদু শিক্ষা করা এবং কারো উপর তা প্রয়োগ করা, (৩) আল্লাহ্ পাক যাকে হত্যা বা কতল করতে নিষেধ করেছেন তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, (৪) সুদ খাওয়া, (৫) ইয়াতীম ছেলে-মেয়ের মাল আত্মসাৎ করা, (৬) জিহাদের রণক্ষেত্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করা, (৭) কোন পাক দামান নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করা। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী)

সুদখোরের ভয়াবহ পরিণাম

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِىْ فَاَخْرَجَانِىْ اِلٰى اَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ فَانْطَلَقْنَا حَتّٰى اَتَيْنَا عَلٰى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فِيْهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلٰى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَاَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِىْ فِى النَّهَرِ فَاِذَا اَرَادَ الرَّجُلُ اَنْ يَّخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِىْ فِيْهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمٰى فِىْ فِيْهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالَ الَّذِىْ رَاَيْتَهُ فِى النَّهْرِ قَالَ اَكَلَ الرِّبٰوا ـ

হযরত সামুরা বিন জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত। নবীয়ে আকরাম (স.) বলেছেনঃ আজ রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, দু'জন লোক আমার কাছে আগমন করে আমাকে এক পবিত্র ভূমির দিকে নিয়ে চলছে। যেতে যেতে আমরা রক্তে পরিপূর্ণ এক নহরের পাড়ে দাঁড়ালাম। এ সময় আমরা দু'জন লোককে দেখতে পেলাম, একজন এ নহরের মাঝে দাঁড়ানো, আরেকজন নহরের পাড়ে দাঁড়ানো। কিনারে দাঁড়ানো লোকটির সম্মুখে অনেকগুলো পাথর। নহরের ভিতরে দাঁড়ানোর লোকটি কিনারার দিকে আসতে ইচ্ছা করলে, পাড়ের লোকটি তার মুখে স্বজোরে পাথর নিক্ষেপ করে যে, লোকটি পুনরায় পূর্বেকার জায়গায় পৌঁছে যায়। সে যতবারই পাড়ে আসতে চায় ততবারই তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করা হয়। রাসূলে আকরাম (স.) জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ লোকটি কে? যার মুখে পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছে। উত্তরে বলা হল ঃ এ হচ্ছে সুদখোর ব্যক্তি। (বুখারী)

সুদের গুনাহ সাতটি কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمَرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَعِدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ لَا اُقْسِمُ لَا اُقْسِمُ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ اَبْشِرُوْا مَنْ صَلّٰى صَلوَاتَ الْخَمْسِ وَاَجْتَنَبَ الْكَبَائِرِ السَّبْعِ نُوْدِىَ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ اُدْخُلْ - قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ لَا اَعْلَمُ اِلَّا قَالَ (سَلَامٌ) فَسَمِعْتُ عُمَرَبْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يَسْاَلُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمَرٍو أَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُهُنَّ؟ قَالَ نَعَمْ عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَقَتْلِ النَّفْسِ وَقَذَفَ الْمُحْصِنَاتِ وَاُكَلَ مَالَ الْيَتِيْمِ وَفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَاَكْلِ الرِّبَا .

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন রাসূল (স.) মিম্বরে আরোহণ করলেন। এরপর বললেন, যে লোক দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে এবং সাতটি কবীরা গুনাহ থেকে নিজেকে দূরে রাখে তাকে একটা খোশ খবর শুনাই যে, তাকে জান্নাতের সকল দরজা দিয়ে আহ্বান জানানো হবে যে, প্রবেশ কর। এ হাদীসে যে সাতটি কবীরা গুনাহের কথা বলা হয়েছে তা হল (১) পিতা-মাতার নাফরমানী করা। (২) আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা। (৩) কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা। (৪) পাক দামান নারীর উপর যিনার অপবাদ দেয়া। (৫) ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা। (৬) রণাঙ্গণ থেকে পলায়ন করা এবং (৭) সুদ খাওয়া।

সুদখোরের উপর রাসূল (স.)-এর লা'নত

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) লা'নত করেছেন সুদ ভক্ষণকারী ও সুদ দাতাকে। হাদীস বর্ণনাকারী হযরত মু'গীরা অন্য বর্ণনাকারী ইব্রাহীম (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, সুদী লেন-দেনের উপর যে দু'জন লোক সাক্ষী দেয় এবং সুদী লেন-দেনের দলীল লেখকের উপর কি রাসূল (স.) লা'নত করেছেন? প্রতি উত্তরে রাবীয়ে হাদীস হযরত ইব্রাহীম (রহ.) বললেন ঃ আমরা যা শুনি হুবহু তাই বর্ণনা করি।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স.) বলেছেন ঃ এমন এক সময় আসবে কেউ সুদ ভক্ষণ করা থেকে বিরত থাকবে না। যদি কোন ব্যক্তি

সরাসরি সুদ নাও খায় সুদের ধোঁয়া তার পেটে অবশ্যই পৌছবে। হাদীসের বর্ণনাকারী أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ এর স্থলে أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ বর্ণনা করেছেন। এর অর্থ হল সুদের ধুলাবালি তার পেটে পৌছবে।

খেজুর খেজুরের পরিবর্তে হলে সমান সমান হতে হবে

হযরত আবু সাঈদ (রা.) এবং হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স.) এক ব্যক্তিকে খায়বার এলাকায় যাকাত উসূল করার দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। তার কাছে উন্নতমানের খেজুর জমা হল। রাসূল (স.) বললেন ঃ খাইবারের সব খেজুর কি এ রকম? এ ব্যক্তি বলল, না আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! আমরা দুই صاع এর বিনিময়ে এক صاع খরীদ করে থাকি এবং তিন صاع এর বিনিময়ে দুই صاع ক্রয় করে থাকি। রাসূল (স.) বলেছেন ঃ এ রকম করবে না। বরং মিশ্রিত খেজুরকে দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি কর। এরপর এ দিরহাম দিয়ে উন্নত খেজুর ক্রয় কর।

হযরত আ'তা ইবনে ইয়াসার (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন ঃ খেজুরকে সমপরিমাণ খেজুরের দ্বারা ক্রয় করা যায়। এক সাহাবী রাসূল (স.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার পক্ষ থেকে খায়বারের যাকাত উসূলকারী তো দুই صاع এর বিনিময়ে এক صاع খরীদ করে। রাসূল (স.) বললেন ঃ তাকে আমার কাছে ডেকে আন। সে আসলে রাসূল (স.) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এক কি দুই صاع এর বিনিময়ে এক صاع নিয়ে থাক? সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! তারা উন্নত এক صاع খেজুরকে মিশ্রিত এক صاع এর বিনিময়ে বিক্রি করে। এরপর এ দিরহাম দিয়ে উন্নত খেজুর ক্রয় করে।

বিদায় হজ্বে সুদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ভাষণ

হযরত সুলাইমান ইবনে আমর আল-আহওয়াস আল-জুশামী (রহ.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স.)-কে বিদায়ী হজ্বের ভাষণে বলতে শুনেছি, বর্বরতার যুগের সব ধরনের সুদ মওকুফ করা হল। এখন তোমাদের জন্যে তোমাদের মূলধন। এতে তোমরা অত্যাচারী হবে না এবং অত্যাচারিতও হবে না এবং বর্বরতার যুগের খুনও মওকুফ করা হল। সর্বাগ্রে আমি হারিস বিন আবদুল মুত্তালিবের খুনকে মওকুফ করছি। হারিস বনী লাইস গোত্রে দুগ্ধপায়ী শিশু ছিল। হুযাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। এরপর রাসূল (স.) সমবেত সাহাবায়ে কিরামকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি কি পৌছিয়েছি? সাহাবায়ে কিরাম (রা.) বললেন ঃ হ্যাঁ। এরপর তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক, এ কথাটি তিনি তিন বার বললেন।

এক দীনার বা দিরহামকে দুই দীনার বা দিরহামের বিনিময়ে নিলে সুদ হয়

হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স.) ইরশাদ করেন ঃ তোমরা এক দীনারকে দুই দীনারের বিনিময়ে ক্রয় করবে না এবং এক দিরহামকে দুই দিরহামের বিনিময়ে।

হযরত মুজাহিদ ইবনে জাবের (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর কাছে ছিলাম। এমন সময় এক স্বর্ণকার এসে বলল, হে আবু আবদুর রহমান! আমি স্বর্ণকার। আমি কম স্বর্ণকে বেশি স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রি করে থাকি। আমার হাতের কর্মের বিনিময়ে বেশি নিয়ে থাকি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) তাকে এ ধরনের লেন-দেন করা থেকে নিষেধ করলেন। স্বর্ণকার লোকটি বারংবার মাসয়ালাটি তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করতে ছিল। আর আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) তাকে নিষেধ করছিলেন। তিনি এ অবস্থায় মসজিদের দরজা বা স্বীয় জানোয়ারের কাছে গমন করেন। তার ইচ্ছা হল জানোয়ারের উপর সাওয়ার হওয়া। এরপর সর্বশেষ যে কথাটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) স্বর্ণকারকে বললেন, তা হল লেন-দেন এক দীনার এক দীনারের পরিবর্তে এবং এক দিরহাম এক দিরহামের পরিবর্তে হবে। অতিরিক্ত হতে পারবে না। আমাদের প্রতি এটা রাসূল (স.) এর ওসিয়ত এবং তোমাদের প্রতিও আমাদের পক্ষ থেকে এটাই ওসিয়ত।

হযরত ফুযালা ইবনে উবাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স.) খাইবারে অবস্থানকালে তাঁর কাছে একটি গণীমতের হার আনা হল। যার মাঝে মুক্তা ও স্বর্ণ ছিল এবং বিক্রি করা হচ্ছিল। রাসূল (স.) হার থেকে স্বর্ণকে পৃথক করার নির্দেশ দিলেন। এরপর স্বর্ণকে পৃথক করা হল। তারপর রাসূল (স.) সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-কে সম্বোধন করে বললেন ঃ স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে ওযন সমান করে বিক্রি করবে।

সুদী লেন-দেন করলে তা বাতিল করতে হবে

হযরত ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ (রহ.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন ঃ সা'দ নামের দুজন সাহাবী (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন মালে গনীমত থেকে স্বর্ণ বা রূপার পাত্রগুলো বিক্রি করার জন্য। তাঁরা প্রতি তিনটি নির্ধারিত পাত্রকে নির্ধারিক চারটি পাত্রের বিনিময়ে বিক্রি করল বা প্রতি চারটিকে তিনটির বিনিময়ে। এরপর সাহাবীদ্বয়কে রাসূল (স.) বললেন, তোমরা সুদী লেন-দেন করলে। সুতরাং লেন-দেনকে বাতিল করতে হবে।

স্বর্ণকে রূপার বিনিময়ে বাকীতে বিক্রি করলে সুদ হয়

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেছেন ঃ স্বর্ণকে রূপার বিনিময়ে বাকীতে বিক্রি করলে সুদ হয়। হ্যাঁ, তবে যদি এ লেন-দেন

নগদ হয় তাহলে সুদ হবে না। গমকে গমের বিনিময়ে বাকীতে বিক্রি করলে সুদ হয়। হ্যাঁ, তবে যদি নগদ হয় তাহলে সুদ হবে না। অনুরূপ যবকে যবের বিনিময়ে, খেজুরকে খেজুরের বিনিময়ে।

হযরত আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.)-এর যুগে আমাদের খাদ্য ছিল تَمَرُ الْجَمْعِ আর تَمَرُ الْجَمْعِ এর অর্থ হল মিশ্রিত খেজুর। আমরা এ মিশ্রিত খেজুরের দুই صاع (মাপের নির্ধারিত একটি পাত্র) বিক্রি করতাম এক صاع এর বিনিময়ে। এ খবর রাসূল (স.)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, দুই صاع খেজুরকে এক صاع এর বিনিময়ে এবং দুই صاع গমকে এক صاع এর বিনিময়ে এবং দুই দিরহামের বিনিময়ে লেন-দেন করা যাবে না।

সুদদাতা এবং সুদ গ্রহীতার উপর লা'নত

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) সুদদাতা ও সুদ গ্রহীতার উপর লা'নত করেছেন।

(বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ ও ইবনে হিব্বান)

সুদদাতা গ্রহীতা ও লেখক সবাই সমান

হযরত জাবীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি ফরমান, রাসূল (স.) সুদদাতা, সুদ গ্রহীতা, সুদের দলীল লেখক ও সুদী কাজ-কারবারের সাক্ষীদ্বয়ের উপর লা'নত করেছেন এবং তিনি বলেছেন ঃ এ ব্যাপারে এরা সবাই সমান। (মুসলিম)

হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন ঃ সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবণের বিনিময়ে লবণ সমপরিমাণের হলে এবং হাতে হাতে হলে বৈধ হবে। কিন্তু যদি ভিন্ন প্রকারের হয় এবং হাতে হাতে হয় তাহলে তোমরা তোমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী বিক্রি করতে পারবে। (মুসলিম)

যিম্মী সুদে জড়িত হলে যিম্মী হিসেবে পরিগণিত হবে না

হযরত ইমাম শা'বী (র) বলেন, রাসূল (স.) নাজরানের নাসারাদের কাছে এ মর্মে একখানা পত্র লিখেন যে, তোমাদের কেউ যদি সুদী কারবার করে তাহলে যিম্মী হিসেবে পরিগণিত হবে না।

যিনার উপার্জিত ও কুকুর বিক্রিলব্ধ অর্থ ও সুদ হারাম

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে মহিলা উলকি আঁকে এবং উলকি আঁকায় তাদের উপর এবং সুদদাতা ও সুদগ্রহীতার প্রতি রাসূল

(স.) অভিসম্পাত করেছেন। তিনি কুকুর বিক্রি করে তার মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন এবং যিনাকারীনী মহিলার উপার্জন গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি ছবি অংকনকারীদের প্রতিও লা'নত করেছেন। (বুখারী ও আবু দাউদ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুদ নিষিদ্ধ এটা জেনেও যারা সুদ ভক্ষণ করে, সুদ দেয়, আর যদি এর সাক্ষী হয় ও দলীল লেখে এবং যে সকল নারী রূপ ও সৌন্দর্য বাড়ানোর লক্ষ্যে উলকি আঁকে বা উলকি আঁকায় তারা উভয়ে, সদকা নিয়ে যে টালবাহানা করে সে এবং হিজরত করার পর যে ব্যক্তি পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তারা সকলেই কিয়ামত দিবসে রাসূল (স.)-এর যবানে অভিশপ্ত হবে। (মুসনাদে আহমদ, ইবনে হিব্বান, ইবনে খুযাইমা)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেনঃ চার শ্রেণীর লোককে আল্লাহ্ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না এবং তিনি তাদেরকে জান্নাতের নিয়ামতসমূহ উপভোগ করতে দেবেন না। তারা হচ্ছে ঃ (১) মদ পানকারী, (২) সুদখোর, (৩) অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল আত্মসাতকারী, (৪) মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান।

সুদের গুনাহ্ তিহাত্তর প্রকার

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন ঃ সুদের গুনাহ তিহাত্তর প্রকার। এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের গুনাহ হল স্বীয় মাতার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবার সমপর্যায়ের গুনাহ। (মুসতাদরাকে হাকিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেছেন ঃ সুদের গুনাহ সত্তর থেকে বেশি। সুদের গুনাহ আল্লাহ্র সাথে শরীক করার সমতুল্য। (বায্যার)

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেনঃ সুদের সত্তর প্রকার গুনাহ রয়েছে। এর নিম্নতম হল স্বীয় মাতার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবার সমতুল্য। (বায়হাকী)

কোন ব্যক্তির এক দিরহাম পরিমাণ সুদ উপার্জন করা মুসলমান অবস্থায় তেত্রিশ বার যিনা করা হতেও বেশি গুনাহের কাজ। (তাবরানী)

অন্য এক রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বলেন, সুদের বাহাত্তর প্রকারের গুনাহ রয়েছে। এগুলো থেকে সবচেয়ে ছোট গুনাহটি হল মুসলমান অবস্থায় কোন লোক স্বীয় মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবার সমতুল্য। সুদের একটি দিরহাম গ্রহণ করা ত্রিশ বারের বেশি যিনায় লিপ্ত হবার সমতুল্য। (কানযুল উম্মাল)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হানযাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন ঃ জেনে-শোনে সুদের একটি দিরহাম গ্রহণ করা ছত্রিশ বার ব্যভিচারে লিপ্ত হবার থেকেও ভয়ানক অপরাধ। (আহমদ, তাবরানী)

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূল (স.) আমাদের সম্মুখে এক জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দান করেন। এ ভাষণে তিনি সুদ সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং সুদের ধ্বংসাত্মক পরিণামের কথা উপস্থাপন করেন। তিনি বলেছেন ঃ সুদ হিসেবে একটি দিরহাম গ্রহণ করা আল্লাহর কাছে ছত্রিশ বার যিনা করা থেকে মারাত্মক অপরাধ। এরপর তিনি বলেছেন ঃ কোন মুসলমানের ইজ্জত-সম্ভ্রমের উপর আঘাত করা সবচেয়ে মারাত্মক ধরনের সুদ। (বায়হাকী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন ঃ কোন লোক যদি হকদার লোকের হককে নাস্তানাবুদ করার অভিপ্রায়ে অত্যাচারী ব্যক্তিকে সহযোগিতা করে তবে সে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের যিম্মাদারী থেকে বের হয়ে যায়। সুদের একটি একটি দিরহাম গ্রহণ করা তেত্রিশ বার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া থেকে ভয়ানক অপরাধ। হারাম সম্পদ দ্বারা লালিত-পালিত শরীরের জন্যে জাহান্নামই উপযুক্ত স্থান। (তাবরানী, বায়হাকী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাওয়ার উপযোগী হবার আগে ফল-ফলাদি বিক্রয় করতে রাসূল (স.) নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, যখন এলাকায় সুদ ও যিনা ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয় তখন এ এলাকাবাসী নিজেদের উপর আল্লাহর গযবকে অতি তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে আসে। (মুসতাদরাকে হাকিম)

সুদী লেন-দেনের ব্যাপকতা দুর্ভিক্ষের কারণ

হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (স.)-কে বলতে শুনেছি, কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে সুদী লেন-দেন ব্যাপকতা লাভ করলে তাদেরকে দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত করা হয়। অনুরূপভাবে কোন সম্প্রদায়ের মাঝে ঘুষ মহামারি আকার ধারণ করলে তাদেরকে ভয়-ভীতিতে আক্রান্ত করা হয়। (আহমদ)

কিয়ামতের পূর্বে সুদ, যিনা, শরাব ব্যাপক হবে

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেনঃ শবে মি'রাজে আমি সপ্তম আকাশে পৌঁছে যখন উপরের দিকে তাকালাম তখন বজ্রধ্বনি, বিদ্যুৎ চমক ও গর্জন শ্রবণ করতে পেলাম। এরপর আমি একদল লোকের কাছে গমন করলাম। যাদের পেটসমূহ ঘরের ন্যায় বড় বড়। এ বড় বড় পেটগুলো সাপ দ্বারা পরিপূর্ণ। এ সাপগুলো বাহির থেকেই দেখা যাচ্ছিল। আমি বললাম, হে জিব্রাঈল (আ.)! এরা কারা? উত্তরে তিনি বললেন, এরা সুদখোরের দল। (আহমদ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল (স.) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূল (স.) বলেছেন ঃ কিয়ামতের পূর্বে সুদ, যিনা ও মদপানের আধিক্য হবে। (তিরমিযী)

হযরত কাসিম ইবনে আবদুল ওয়াহিদ (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রা)-কে বাজারে দেখলাম। তিনি মহাজনদের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলছেন, হে মহাজনগণ! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। এ কথা শুনে উপস্থিত লোকজন বললেন, হে আবু মুহাম্মদ! আল্লাহ্ তোমাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিন। তুমি আমাদেরকে কিসের সুসংবাদ শুনাচ্ছ? উত্তরে তিনি বললেন, রাসূল (স) বলেছেন ঃ তোমরা জাহান্নামের সুসংবাদ গ্রহণ কর।

কিয়ামতের দিন সুদখোর শয়তান স্পর্শিত ব্যক্তির ন্যায় উঠবে

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاِيَّاكَ وَالذُّنُوْبَ الَّتِىْ لَاتُغْفَرُ اَلْغُلُوْلَ فَمَنْ غَلَّ شَيْئًا اَتٰى بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَكْلِ الرِّبَا فَمَنْ اَكَلَ الرِّبَا بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُوْنًا يَّخْبَطُ ثُمَّ قَرَاَ ـ اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبَا لَايَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ .

হযরত আউফ ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন ঃ তুমি এ পাপ থেকে নিজেকে বাঁচাও যা মাফ করা হয় না। এ ধরনের পাপের মধ্যে একটি হল মালে গণীমত আত্মসাৎ করা। কোন লোক যদি মালে গণীমতে খিয়ানত করে তাহলে সে হাশরের ময়দানে এ মাল সহকারে উঠবে। সুদও এ ধরনের গুনাহের একটি। যে ব্যক্তি সুদ ভক্ষণ করবে কিয়ামতের দিন তাকে শয়তান স্পর্শিত পাগল ব্যক্তির ন্যায় উঠানো হবে। এ কথার দলীল স্বরূপ তিনি কুরআনের একটি আয়াত তিলাওয়াত করেন। "যারা সুদ খায় তারা সে ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল, জ্ঞানহারা বানিয়ে দিয়েছে।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সুদের মাধ্যমে সম্পদ বাড়ায়, তার সম্পদে অবশ্যই ঘাটতি দেখা দেবে।

(ইবনে মাজা, হাকেম)

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَاْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَايَبْقٰى مِنْهُمْ اَحَدٌ اِلَّا اَكَلَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَاْكُلْهُ اَصَابَهٗ مِنْ غُبَارِهٖ -

হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেনঃ এমন এক সময় আসবে যখন কোন লোকই সুদ ভক্ষণ ব্যতীত বাকি থাকবে না কেউ সুদ ভক্ষণ না করলেও অন্তত এর ধূলিকণা হলেও তার শরীরে লাগবে।
(আবু দাউদ, ইবনে মাজা)

হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, এমন এক সময় আসবে যখন আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক অহংকার, দাম্ভিকতা, খেলাধূলা ও কৌতুকের মধ্যে গোটা রাত্রি অতিক্রান্ত করবে। এরপর হারাম কাজ করা, সুদ ভক্ষণ করা ও রেশমী লেবাস পরিধান করার কারণে ভোর হতেই তারা বানর ও শুকরে পরিণত হয়ে যাবে। (আহমেদ)

হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স) বলেছেন ঃ এ উম্মতের একদল লোক খাওয়া-দাওয়া, আমোদ-প্রমোদে রাত কাটিয়ে সকাল বেলায় বানর ও শুকরে পরিণত হবে। এ উম্মতের কতিপয় লোককে মাটির গর্তে প্রথিত করে দেয়া হবে এবং কতিপয় লোকের প্রতি পাথর বর্ষণ করা হবে। লোকেরা বলবে আজ রাত অমুক গোষ্ঠীর লোকদেরকে ভূগর্তে প্রথিত করা হয়েছে। এরপর লুতের সম্প্রদায়ের ন্যায় তাদের প্রতি এবং তাদের বাড়ি-ঘরের প্রতি আসমান থেকে পাথর বর্ষণ করা হবে। এরপর তাদের প্রতি প্রবল বাতাস প্রেরণ করা হবে যা আদ সম্প্রদায়কে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছিল। মদপান করা, রেশমী লেবাস পরিধান করা, গায়িকাদের নিয়ে শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকা, সুদ খাওয়া ও আত্মীয়-স্বজন থেকে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার কারণে তাদের প্রতি এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
(আহমদ, বায়হাকী)

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি শুনেছেন যে, রাসূল (স) সুদ গ্রহীতা, সুদদাতা এবং সুদের দলীল দস্তাবীয় লেখকের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। এভাবে তিনি সদকায়ে ওয়াজিবা অস্বীকারকারী ব্যক্তির প্রতিও অভিসম্পাত করেছেন। রাসূল (স) মৃত ব্যক্তির উপর হাউ-মাউ করে ক্রন্দন করা থেকে নিষেধ করেছেন।
(নাসায়ী)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন ঃ সোনা সোনার বিনিময়ে বিক্রি করবে না, হ্যাঁ, উভয় দিকে সোনা যদি সমপরিমাণ হয় তাহলে বিক্রি করা যাবে। ক্রয়-বিক্রয়ের সময় এক দিকে বেশি আর অপর দিকে কম এরূপ করবে না। রূপা রূপার বিনিময়ে বিক্রি করবে না। হ্যাঁ, তবে যদি সমান হয় তাহলে বিক্রি করা যাবে। ক্রয়-বিক্রয়ের সময় এদিকে কম আর অপর দিকে বেশি করবে না। উপস্থিত মাল অনুপস্থিত মালের বিনিময়ে বিক্রি করবে না। (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূল (স) বলেছেন ঃ সোনার পরিবর্তে সোনা, রূপার পরিবর্তে রূপা, গমের পরিবর্তে গম,

যবের পরিবর্তে যব, খেজুরের পরিবর্তে খেজুর ও লবণের পরিবর্তে লবণ একটি আরেকটির অনুরূপ হওয়া চাই এবং হাতে হাতে নগদ বিক্রি হওয়া চাই। যদি কোন ব্যক্তি এতে বেশি দেয় বা বেশি নেয় তাহলে সে সুদী লেন-দেন করল। সুদাদাত ও সুদগ্রহীতা উভয়পক্ষের গুনাহ সমধরনের। (মুসলিম)

ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার সাওয়ারীতে চড়বে না

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলেন, কোন ব্যক্তিকে ঋণ দেয়ার পর যদি সে তোমাকে হাদিয়া দেয় তবে ঋণ পরিমাণ কবুল করে বাকিটুকু ফেরত দিয়ে দাও। (কানযুল উম্মাল)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কোন লোককে ঋণ দেয়ার পর যদি সে তোমাকে গোশত হাদিয়া দেয় বা আরোহণের জন্যে সাওয়ারী হাওলাত দেয় তাহলে তা গ্রহণ করবে না। (কানযুল উম্মাল)

যে ঋণ মুনাফা টেনে আনে তা সুদ

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স) বলেছেন, যে কর্জ বা ঋণ মুনাফা বা লাভ টেনে আনে তাই সুদ। (কানযুল উম্মাল)

হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহ) স্বীয় হাদীসগ্রন্থ কিতাবুল আসারে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, যত ঋণ মুনাফা টেনে আনে এর মধ্যে কোন প্রকারের কল্যাণ নেই।

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যখন কোন জাতি ধ্বংস করার সংকল্প করেন তখন এ জাতির মধ্যে সুদী লেন-দেন ব্যাপকতা লাভ করে। (কানযুল উম্মাল)

হযরত ইমাম শা'বী (রহ) থেকে বর্ণিত। হযরত উমর ফারুক (রা) বলেন ঃ সুদের ভয়ে আমরা দশ ভাগের নয় ভাগ হালাল আয়-উপার্জনকে বন্ধ করে দিয়েছি। (কানযুল উম্মাল)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। কোন এক লোক তাকে বললেন, আমি এক ব্যক্তিকে কিছু ঋণ দিয়েছি। এরপর সে আমাকে হাদিয়া দিয়েছি। এ হাদিয়া গ্রহণ করা কি আমার জন্যে হালাল, উত্তরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বললেন, তুমিও তাকে অনুরূপ হাদিয়া দিয়ে দাও বা হাদিয়ার মূল্য পরিমাণ অর্থ কর্জ থেকে কর্তন করে রেখে দাও। (কানযুল উম্মাল)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কোন ইয়াহুদী খৃস্টান ও অগ্নিপূজকের সাথে করীকানা ব্যবসা-বাণিজ্য করবে না। তাকে জিজ্ঞেস করা হল এর কারণ কি? উত্তরে তিনি বললেন, এরা সুদের ব্যবসা করে। আর এ সুদী ব্যবসা ইসলামে বৈধ নয়। (কানযুল উম্মাল)

হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে পাঁচশত দিরহাম কর্জ দিয়ে এর সাথে ঘোড়ার উপর আরোহণ

করবে বলে শর্ত আরোপ করে। এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, ঘোড়ার উপর আরোহণ করে সে ফায়দা হাসিল করবে তা রিবা বা সুদ হবে।

ক্ষতিকর অর্থ ব্যবস্থার প্রতিরোধ

ইসলাম স্বীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষতিকর অর্থ ব্যবস্থার উদ্ভব বা অনুপ্রবেশের পথকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিয়েছে। এমনকি ক্ষতিকর কোন ব্যবস্থার সহযোগী হতে পারে এমন কোন রাস্তা খোলা রাখেনি। এ ধরনের সমুদয় বিষয়াবলীকে নাজায়েয ও হারাম বলে চূড়ান্ত ঘোষণা দিয়েছে।

এ কারণেই ইসলাম অপরের ক্ষতি সাধন করে নিজে লাভবান হবার যাবতীয় প্রক্রিয়া, সুদভিত্তিক লেন-দেনের সকল কায়-কারবার, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য জুয়া, মওজুদকারী, সকল প্রকার ক্ষতিকর চুক্তি ও অস্পষ্ট চুক্তি এবং পরিণামে ঝগড়া-ফাসাদের সম্ভাবনা আছে এ ধরনের চুক্তিকে অবৈধ ও বাতিল বলে সাব্যস্ত করেছে। ক্ষতিকর বিষয়াবলীর সংক্ষিপ্তাকারে এখানে তুলে ধরা হল।

সুদভিত্তিক কায়-কারবারের মাধ্যমে উপার্জন

ইসলামসহ সকল আসমানী দ্বীনেই সুদকে হারাম ও অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। সুদের অনেক ক্ষতিকর দিক রয়েছে। সুদের কুফল হল সর্বগ্রাসী। সুদের নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কুফলসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে প্রদত্ত হল।

সুদের নৈতিক কুফল

(১) সুদ মানব চরিত্রের মহৎ গুণাবলী তথা দানশীলতা, মহানুভবতা, উদারতা ও সহানুভূতিকে হ্রাস করে। এ সুদ হচ্ছে মানুষের উত্তম চরিত্র গঠনের প্রতিবন্ধক। এ সুদের কারণে মানুষ চারিত্রিক দিক দিয়ে হায়েনার স্তরে এসে পৌছে। পশুর যাবতীয় গুণাবলী মানুষের মাঝে অনুপ্রবেশ করে। এ সুদ মানুষের মধ্যে নির্মমতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, নৃসংতা ও নিষ্ঠুরতা সৃষ্টি করে। (২) সুদ মানুষকে উদাসীন ও কর্মবিমুখ করে তোলে। এর কারণ হল বিনা শ্রমে বিনা কষ্টে সুদ হাতে আসে। ব্যাংকে এক লক্ষ টাকা জমা রাখল, এক বছর পর ব্যাংক থেকে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা উঠাল, দশ হাজার টাকা যে তার হাতে আসল এর পিছনে তার কোন শ্রম নেই। (৩) যারা সুদ খেতে খেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, সুদ তাদের হিতাহিত জ্ঞানকে হ্রাস করে দেয়। ফলে বিভিন্ন কাজ-কারবারে, আচার-আচরণে নির্বোধ বলে প্রতীয়মান হয়। সুদখোর থেকে উদারতা বিলুপ্ত হয়ে যায়। অন্যের উপর যুলুম-নির্যাতন, অত্যাচার-অবিচার করা তার স্বভাবে পরিণত হয়। (৪) সুদ মানুষের লোভ-লালসা মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি করে দেয়। কথা আছে, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। সুদখোরের আত্মার মৃত্যু ঘটে। তার মধ্যে ভাল-মন্দের হিতাহিত জ্ঞান বলতে কিছুই থাকে না।

সুদের সামাজিক কুফল

(১) সুদ মানুষকে যালিম ও অত্যাচারী করে তোলে। এতে সে সমাজের অন্যদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন করতে দ্বিধাবোধ করে না। সুদ সমাজের পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ, মারামারি-কাটাকাটি ও ঝগড়া-ফাসাদ ছড়িয়ে দেয়। (২) সুদভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় আইন-শৃংখলার চরম অবনতি ঘটে। সমাজে চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাক, সন্ত্রাস, মাস্তানী, ছিনতাই, রাহাযানী বেড়ে যায়। নিরাপত্তা বলতে কিছুই থাকে না। সুদভিত্তিক সমাজে অশ্লীল, বেহায়াপনা, বেলেল্লাপনা যাবতীয় গর্হিত ও অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। (৩) সুদ সমাজে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি করে। এ সুদ সমাজে সহায়-সম্বলহীন, দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসরত দরিদ্র ও মধ্য শ্রেণীর লোকদের ঋণের ভারে জর্জরিত করে তোলে। কারণ ঋণ গ্রহীতা যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুদে-আসলে পরিশোধ করতে না পারে তখন ঋণদাতা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের হার বৃদ্ধি করে দেয়। (৪) সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থায় শ্রমিক ও মজদুর তার শ্রম ও মজদুরীর ন্যায্য বিনিময় থেকে বঞ্চিত থাকে। কারণ, একদিকে বিনিময় কম থাকায় শ্রমিক মজদুরের ন্যায্য পারিশ্রমিক দিতে সক্ষম হয় না। সুদ মুদ্রাস্ফীতি ঘটায় এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ব্যাহত করে।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

"হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয় না। আল্লাহকে ভয় কর। তাহলেই আশা করা যায় যে, তোমরা সফলকাম হতে পারবে।"

(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩০)

মহান আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ - ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا -

"যারা সুদ খায় তারা কেবল সে ব্যক্তির মত দাঁড়ায় যাকে শয়তান নিজের স্পর্শ দ্বারা উন্মাদ বানিয়ে দিয়েছে।" (অর্থাৎ তারা কিয়ামতের দিন কবর থেকে উঠবার সময় শয়তানের স্পর্শে উন্মাদ হয়ে যাওয়া মানুষের মত উঠবে।) এর কারণ এটাই যে, তারা বলতঃ ব্যবসা তো সুদেরই মত। অথচ আল্লাহ্ ব্যবসাকে হালাল করেছেন, আর সুদকে হারাম করেছেন।"

(সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৫)

ইমাম কাতাদা (রহ) বলেন ঃ সুদখোর কিয়ামতের দিন উন্মাদ অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে। এ উন্মাদ অবস্থা সুদখুরীর আলামত হিসাবে কিয়ামতের মাঠে সকলের কাছে পরিচিত থাকবে।

অর্থাৎ আল্লাহ্ যে সব বস্তু হারাম করেছেন তাকে তারা হালাল বলে গণ্য করে নিয়েছে। এরপর কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ যখন মানব জাতিকে পুনরুত্থিত করবেন, তখন সবাই কবর থেকে উঠে দ্রুত বেগে দৌড়াতে থাকবে। কিন্তু সুদখোররা তা পারবে না। তারা মাতাল ব্যক্তির ন্যায় একবার উঠবে একবার পড়বে। যখনই উঠবে, তখনই পড়ে যাবে। কেননা তারা দুনিয়ায় নিষিদ্ধ সুদ খেয়েছিল। আর সে হারাম খাদ্যকে আল্লাহ্ পেটের ভেতর বিপুল পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এভাবে কিয়ামতের দিন তাদেরকে এত ভারী করে দেবেন যে, তারা যখনই উঠতে যাবে পড়ে যাবে। অন্য সবার সাথে তাল মিলিয়ে তারাও দৌড়াতে চাইবে কিন্তু তাদের পক্ষে তা সম্ভব হবে না।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেনঃ "মি'রাজের রাত্রে আমাকে যখন নিয়ে যাওয়া হয়, তখন এমন একদল লোকের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম, যাদের পেট এক একটি ঘরের মত প্রকান্ড। অত বড় পেট নিয়ে তারা ভালভাবে চলাফেরা করতে পারে না। ফলে তারা চলতে গিয়ে নিজেদের পথ ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। যে পথ দিয়ে ফেরাউন ও তার দলবলকে সকাল বিকাল জাহান্নামের কাছে নেয়া হয়, এ লোকগুলো এক একবার সে পথের ওপর চলে আসে এবং নির্বোধ ও শ্রবণশক্তিহীন বিপথগামী উটের মত চলতে থাকে। এ বড় ভুড়িওয়ালা লোকগুলো যখন টের পায় যে, ফেরাউন ও তার দলবলকে আনা হচ্ছে, তখন তারা উঠি পড়ি করে পালাতে চায়। কিন্তু পেট নিয়ে নড়তে না পারায় তারা রাস্তা ছেড়ে সরে যেতে পারে না। ফলে ফেরাউন ও তার দলবল এসে তাদের ওপর চড়াও হয় এবং একবার পেছনের দিকে ও আরেকবার সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় ও নিয়ে আসে। কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত তারা এভাবে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। রাসূল (স) বলেন ঃ আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওহে জিব্রাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন ঃ ওরা সুদখোর, যারা শয়তানের স্পর্শে উন্মাদ হয়ে যাওয়া লোকের মত চলে।"

রাসূল (স) বলেন ঃ কোন জাতি যখন ব্যভিচার ও সুদে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে ধ্বংস করার অনুমতি দেন। আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত যে, কোন জাতি যখন কৃপণতা করতে থাকে, সুদের ভিত্তিতে কায়-কায়বার চালাতে থাকে, ষাড়ের দৌড়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করে এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ পরিত্যাগ করে, তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাদের উপর এমন দুর্যোগ পতিত করেন যে, তারা দ্বীনের পথে না আসা পর্যন্ত তা থেকে আর নিষ্কৃতি পায় না।

রাসূল (স) বলেছেন ঃ "কোন সমাজে সুদের প্রচলন হলে সেখানে পাগলের সংখ্যা বেড়ে যাবে, ব্যভিচারের প্রচলন হলে মৃত্যুর হার বেড়ে যাবে এবং মাপে কম দেয়ার প্রথা চালু হলে আল্লাহ্ তায়ালা সেখানে বৃষ্টি বন্ধ করে দেবেন। এটা অবধারিত।" (ইবনে মাজাহ্, বায়হাকী ও হাকেম)

রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর স্বপ্ন সম্পর্কে এক দীর্ঘ হাদীসের একাংশে বলেন ঃ সুদখোর মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আযাব দেয়া হবে। আর তার আযাব হবে, তাকে এমন নদীতে সাঁতার কাটতে হবে, যার পানি হবে রক্তের মত লাল। সুদের ভিত্তিতে দুনিয়ায় বসে সে সম্পদ সঞ্চয় করেছে আর হারাম সম্পদ সঞ্চয় করার জন্য তাকে আগুনের পাথর খেতে হবে। এটাই হচ্ছে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত বরযাখী জীবনের শাস্তি এর সাথে থাকবে তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। (বুখারী)

অন্য এক বিশুদ্ধ হাদীসে রাসূল (স) বলেন ঃ চার ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করতে না দেয়া এবং জান্নাতের নিয়ামত ভোগ করতে না দেয়াকে আল্লাহ্ নিজের দায়িত্ব বলে মনে করেন। তারা হচ্ছে ঃ মদখোর, সুদখোর, ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাতকারী এবং পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য পালনে অবহেলাকারী সন্তান। যদি এরা তাওবাহ করে তাহলে নিষ্কৃতি পেতে পারে।

আরো হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, একদল ইহুদী যেমন শনিবারে মাছ ধরা নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও চক্রান্ত করে সমুদ্রের কিনারে বড় বড় গর্ত খুড়ে রাখত, শনিবারে সে গর্তে মাছ পড়ে থাকত এবং রবিবারে তারা তা ধরে আনত এবং এ চক্রান্তের শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ যেমন তাদেরকে বানর ও শূকরে পরিণত করে দিয়েছিলেন, অনুরূপভাবে যারা সোজা পথে সুদ খেতে না পেরে যারা নানারকমের কৌশল ও ধোঁকার মাধ্যমে সুদ খায়, আল্লাহ তাদেরকে কিয়ামতের দিন বানর ও শূকরে পরিণত করে উত্থিত করবেন। কেননা তাদের এসব কোন প্রতারণাই আল্লাহ্ তায়ালার কাছে গোপন থাকবে না।

তাবেয়ী আইয়ূব সাখতিয়ানী (রহ) বলেছেন ঃ একটি শিশুকে যেমন ধোঁকা দেয়া হয়, সুদখোররা তেমনি আল্লাহ্‌কে ধোঁকা দিতে চায়। তা না করে তারা যদি সোজা পথে সুদ খেত, তাহলে হয়ত তাদের আযাব কিছুটা হালকা হত।

রাসূল (স) বলেছেন ঃ সুদের ৭০টি স্তর রয়েছে। এর মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরটি হল আপন মাকে বিয়ে করার গুনাহের সমান। আর সবচেয়ে জঘন্য সুদ হল, সুদের পাওনা আদায় করতে গিয়ে কোন মুসলমানের সম্ভ্রম বিনষ্ট করা বা তার সম্পত্তি জবর দখল করা। (তাবরানী, ইবনে মাজা ও বায়হাকী)

عَنْ اَنَسٍ ر(ضـ) اَلدِّرْهَمُ الَّذِىْ يُصِيْبُهُ الرَّجُلُ مِنَ الرِّبَا اَشَدُّ مِنْ سِتٍّ وَّثَلَاثِيْنَ زِنْيَةً فِى الْاِسْلَامِ -

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, যে রাসূল (স) বলেছেন ঃ কোন সুদখোর যদি এক দিরহাম পরিমাণও সুদ আদায় করে তাহলে তার গুনাহ ৩৬ বার ব্যভিচার করার সমান অপরাধ বলে গণ্য হবে।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল (স) ৭টি গুনাহকে "সর্বনাশী গুনাহ" নামে আখ্যায়িত করেছেন ও তা থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে বলেছেন। এ সাতটির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সুদ খাওয়া।

হযরত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (স) আরো বলেছেন ঃ "আল্লাহ তায়ালা সুদখোর, সুদদাতা, সুদের সাক্ষী, সুদের লেখক–সকলের ওপরই অভিশাপ বর্ষণ করেছেন।" (মুসলিম ও তিরমিযী)

বিশেষ ধরনের সুদ

হযরত আবু আবদুর রহমান ইবনে মাসউদ (রা) বলেন ঃ "যদি কোন ব্যক্তির কাছে তোমার কোন ঋণ প্রাপ্য থেকে থাকে এবং সে যদি কোন উপহার পাঠায় তাহলে তা গ্রহণ কর না। কেননা সেটা সুদ।" হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেছেন ঃ তোমার কাছে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কাছ থেকে যদি তুমি কিছু খাও তাহলে তা সুদ।

রাসূল (স) বলেছেন ঃ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا - "যে ঋণ থেকে কোন ফায়দা হাসিল হয় তা সুদ।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ

مَنْ شَفَعَ لِرَجُلٍ شَفَاعَةً فَاَهْدٰى اِلَيْهِ فَهِىَ سُحْتٌ -

কোন ব্যক্তি কারো জন্য সুপারিশ করল, আর সে ব্যক্তি সুপারিশকারীর জন্য উপহার পাঠাল, এমন উপহার সামগ্রী হারামের নামান্তর।

রাসূল (স) বলেছেন ঃ

مَنْ شَفَعَ لِرَجُلٍ شَفَاعَةً فَاَهْدٰى لَهُ عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ اَتٰى بَابًا عَظِيْمًا مِنْ اَبْوَابِ الرِّبَا -

"যে ব্যক্তি কারো জন্য সুপারিশ করল, এরপর এ ব্যক্তি তাকে কোন উপহার পাঠাল এবং সুপারিশকারী তা গ্রহণ করল, সে একটি গুরুতর ধরনের সুদের কারবারে জড়িত হল।